দৈনিক বাংলা

তারিখ ...07 SEP 1994...

পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

14

ভার্সিটিগুলোতে ছাত্র সংসদ স্থবির ঃ নির্বাচন হচ্ছে না

মিডিয়া সিন্ডিকেট ঃ বহু আগে মেয়াদ শেষ হবার পরও দেশের ছ'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হচ্ছে না। ফলে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড থেকে। অথচ বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবছর নির্বাচন হবার কথা। ইতিমধ্যে অবশ্য সিলেটের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনে নিরংকুশভাবে জয়ী হয়েছে ছাত্রদল। কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে-ও জয়ী হয় ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির।

দেশের প্রধান তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে নির্বাচন হচ্ছে না চার বছর ধরে। জাহাঙ্গীর নগর, প্রকৌশল ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে প্রায়

(৪-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে সংঘর্ষ ভাঙচুর ঃ ৪ ছাত্র গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার ঃ চট্টগ্রাম, ৬ সেপ্টেম্বর।—চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচন দাবিতে জাতীয়তাবাদী

(৪-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ভার্সিটিগুলোতে ছাত্র

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দেড় বছর। ঢাকা ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'বার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হলেও ছাত্রলীগের (ম-ই) বয়কট ও নির্বাচন বিরোধী কর্মসূচীর কারণে নির্বাচন বন্ধ করে দিতে হয়। এভাবে ঘোষিত নির্বাচন হতে না পারায় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও নির্বাচন অনুষ্ঠানে এখন সিদ্ধান্তহীন।

বছরের পর বছর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নির্বাচনী কার্যক্রম বন্ধ থাকার মূল রহস্য কি, এ প্রশ্নে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর বলেন, একাডেমিক শৃঙ্খলা বজায় রাখাই ভার্সিটি প্রশাসনের সামনে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। তাঁর মতে, শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি, নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে নির্বাচনে সকল ছাত্র সংগঠনের অংশগ্রহণ, খোলা মনে নির্বাচনের ফল মেনে নেয়া এবং একই সঙ্গে নির্বাচিত ছাত্র সংসদকে নির্বিঘ্নে কাজ করতে দেয়ার মানসিকতা থাকলে প্রশাসন নির্বাচন বন্ধ রাখতে পারে না। তিনি বলেন, বড় রাজনৈতিক দলগুলো যদি আন্তরিক হয় তবে ছাত্র সংগঠনগুলো ফলাফল মেনে নেয় এবং যথাসময়ে নির্বাচনেও আর বাধা থাকে না। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের অবস্থান সম্পর্কে এক প্রশ্নে তিনি বলেন, শিক্ষকদের নিজেদের সমস্যা ছাত্রদের প্রভাবিত করে, বলে মনে হয় না।

প্রধান প্রধান কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, শিক্ষকদের অন্তঃকোন্দল, রেষারেষি, উচ্চপদলোভে পারস্পরিক কামড়াকামড়ির রেশ বর্তায় ছাত্র সংগঠনের মধ্যে। ছাত্র নেতৃবৃন্দের বক্তব্য হচ্ছে, শিক্ষকবৃন্দই একে অপরকে ঘায়েল করার জন্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়কেও বড় করে তোলেন। তাঁরাই মুক্তিযোদ্ধা, রাজাকার, মুজিববাদী, জিয়াপন্থী, কম্যুনিস্ট, মৌলবাদী ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারে এবং জাতীয় সঙ্গীত বেজেছে কি বাজেনি, এসব কূটতর্কে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ার সুযোগ দেন। পরে সেই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে রক্তক্ষয়ী সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে ছাত্র সংগঠনগুলো।

ছাত্র নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, বড় রাজনৈতিক দলগুলোর চাওয়া বা নাচাওয়ার উপরও বিশবিদ্যালয়ের নির্বাচন শুধু নয়, শান্তি-অশান্তিও নির্ভর করে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের এক নেতা বলেন, বুয়েট পরিস্থিতিতে এবং পরে ভিসি'র কথায় এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ চায়নি বলেই সেখানে নির্বাচন হতে পারেনি।